The Law Messenger
Volume– 14
2023 (1)

Journal Section

1

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কর্মজীবন

[বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী]

গঙ্গার অববাহিকা পদ্মা-গড়াই-সাগরখালী, মাথাভাঙ্গা, কালিগঙ্গা বিধৌত শস্য-শ্যামল সবুজে আচ্ছাদিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুঠিবাড়ী, বিশ্বখ্যাত মরমী সাধক বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক বাঘা যতিন, খুদিরাম, বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের বিচারপতি রাধা বিনোদ পাল, বিষাদ সিন্ধুর রচয়িতা মীর মোশাররফ হোসেন, গ্রামীন সাংবাদিকতার পথিকৃত কাঙ্গাল হরিনাথ, নীল বিদ্রোহের নেত্রী প্যারী সুন্দরী, মরমী কবি দাদ আলী সহ অসংখ্য সাধক, কবি-সাহিত্যিক, ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব রুহুল আমিন, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী, স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রের রচয়িতা, মুজিব নগর সরকারের সফল রূপকার, ব্যারিষ্টার এম আমীর-উল ইসলাম, আপীল বিভাগের সাবেক বিচারপতি জনাব আবু বক্কর সিদ্দিকী সহ বহু খ্যাতিমান গুনিজনের পুণ্য ভূমি, মুক্তিযুদ্ধের সুতিকাগার-বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর তথা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার বর্ধিষ্ণু আটিগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে মাননীয় বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী জন্ম গ্রহন করেন।

পিতা মরহুম ডাঃ কাউসার উদ্দিন আহমেদ একজন পেশাজীবী, রাজনীতিক ও বিশিষ্ট সমাজ সেবক হিসাবে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন, ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসাবে পাক-বাহিনীর পাঞ্জাবী সেনা কর্তৃক অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশের জন্য রক্ত দিয়েছেন, ৭১ এ পাক হানাদার বাহিনী তাঁর গ্রামের বাসভবন সম্পূর্ন পুড়িয়ে দেয়। বিদুষী মাতা মরহুমা মজিদা খাতুন কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়া পাড়াস্থ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন আদর্শ গৃহিনী, ব্যক্তি জীবনে দানশীল ও ধর্মভিরু ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে তিনি পুত্রদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্যে অনুপ্রানিত করেছিলেন। মাননীয় বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী ৫ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ। তাঁর একমাত্র বোন ও ৩ ভাই পরোলোক গমন করেছেন। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক, মুজিবনগর সরকারের রূপকার, বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সংবিধান, স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রের রচয়িতা, ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রনয়ণ কমিটির প্রভাবশালী সদস্য, বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সদস্য, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিষ্টার এম আমীর-উল ইসলাম পেশাজীবনে তাঁর সিনিয়র।

মাননীয় বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকীর সহধর্মীনি ড. নার্গিস আফরোজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স ও মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করে অধ্যাপনায় যোগদান করেন। অধ্যাপনা কালে তিনি আইনে স্নাতক ও পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। অর্থনীতি বিভাগের প্রধান থাকাবস্থায় অধ্যাপনা থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের পর তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী হিসাবে যোগদান করেন। বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত থাকায় তিনি স্বেচ্ছায় আইন পেশা থেকে কর্ম বিরতি পালন করছেন। বিচারপতি সিদ্দিকী দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক। জ্যেষ্ঠ কন্যা জেনিথ্ সিদ্দিকী ও জামাতা মোঃ আবু সালেহ চৌধুরী আমেরিকার বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়াশিংটনের নর্থ ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা (মাস্টার ডিক্রী) গ্রহন করে ক্যালিফোর্নিয়ার লসএঞ্জেলস শহরে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান 'গুগলে' কর্মরত আছেন। একমাত্র পুত্র ব্যারিস্টার মোহাম্মদ জুম্মান সিদ্দিকী ইংল্যান্ডের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে LL-B (Hon's) ও লন্ডনের BPP University থেকে LL-M ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি নিউজিল্যান্ডের University of Waikato থেকে Graduate Diploma in law (GDL) এবং Professional legal Studies Course (PLSC) শেষ করে Barrister & Solicitor হিসাবে নিউজিল্যান্ড হাইকোর্টে আইন পেশায় যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি সুপ্রীম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলামের 'আমীর এন্ড আমীর ল' ফার্মে' তাঁর সহযোগী (Associate) হিসাবে কর্মরত আছেন। কনিষ্ঠ কন্যা জান্নাহ্ সিদ্দিকী' জীউ ঢাকার ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ইংরেজী মাধ্যমে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে আমেরিকার Virginia Tech Public University তে Engineering and Computer Science এ অধ্যায়ন করছেন। পুত্রবধু ডাঃ মার্জান সুলতানা এমবিবিএস (MBBS) ডিগ্রী লাভের পর বর্তমানে এফসিপিএস (FCPS) কোর্সে অধ্যায়ন করছেন। বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী দুই দৌহিত্র জাইমান জাইর সিদ্দিকী ও নৈঋত অ্যামির চৌধুরীর দাদা ও নানা।

কুষ্টিয়ার কৃতি সন্তান মাননীয় বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকীর শৈশব কেটেছে তাঁর নিজ গ্রামে এবং প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন আটিগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আটিগ্রাম জুনিয়র হাইস্কুল, পোড়াদহ হাইস্কুল ও কুষ্টিয়া শহরের মুসলিম হাই স্কুলে অধ্যায়ন শেষে কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি (অনার্স) ও এমএল-এম ডিগ্রী লাভ করে কুষ্টিয়া আইনজীবী সমিতির সদস্য হিসাবে আইন পেশায় যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে আইন পেশায় যোগদান করেন। তিনি কুষ্টিয়া আইনজীবী সমিতির নির্বাচিত যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পেশা জীবনে তিনি বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ছাত্র জীবনে তিনি একটি প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত থেকে সৈরাচার বিরোধী আন্দোলন সহ ছাত্র সমাজের দাবী আদায় সহ আইনের শাসন ও গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে নিহত হওয়ার পর দেশের রাজনৈতিক প্রতিকূল অবস্থায় তাঁর শিক্ষা জীবন ৩ (তিন) বছর পিছিয়ে যায়। বিচারপতি সিদ্দিকী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উদ্ভুদ্ধ হয়ে তাঁর আহবানে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্বেই ৮নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর নেতৃত্বে ইপিআর বাহিনীর সাথে ছাত্র-জনতা এক হয়ে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর অঞ্চল থেকে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কুষ্টিয়া জেলাকে সর্ব প্রথম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করার গৌরব অর্জন করেন। উল্লেখ্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করা সত্ত্বেও তিনি স্বেচ্ছায় সনদ গ্রহন করেননি।

বিচারপতি জনাব মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী শৈশবকাল থেকেই বিনয়ী, স্বাধীনচেতা, স্পষ্টভাষী এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তিনি কখনো অন্যায়ের কাছে মাথানত করেনি। আত্মপ্রত্যয় ও সংগ্রামের মাধ্যমে মানুষের অধিকার অর্জনে তিনি বিশ্বাসী। রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় ছাত্র জীবন থেকে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রগতিশীল রাজনীতি ও সমাজ সেবার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়েন। উপজেলা পর্যায় থেকে কুষ্টিয়া জেলার শীর্ষ নির্বাহী পদে অধিষ্ঠিত থেকে জাতীয় রাজনীতিতে নির্ভীক ভাবে দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আইনের শাসন, মানবাধিকার এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি প্রথম কাতারে থেকে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। গণতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ আস্থা, ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সাধারন মানুষকে অকৃত্রিম ভাবে ভালবাসার জন্যে তিনি নিজ এলাকা সহ সকলের কাছে একজন প্রিয় ব্যক্তি। তিনি কুষ্টিয়া জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা, মসজিদ, ঈদগাহ, এতিমখানা, মন্দির, পাকারাস্তা, বিদ্যুতায়ন সহ অসংখ্য সমাজ কল্যানমূলক কাজে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। এলাকার যুব

সমাজের বেকারত্ব দূরীকরনের জন্য তিনি সম্প্রতি নিজ গ্রামে কারিগরি স্কুল ও কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে সমাজ সচেতন মানুষ হিসাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, ডায়াবেটিক হাসপাতাল, রোটারী ইন্টারন্যাশনাল, জেসিজ ইন্টারন্যাশনাল ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ঢাকা ল' কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন, কুষ্টিয়া জেলায় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, এতিমখানা সহ সমাজ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নে সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি নিজ গ্রামে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কবির নামকরনে 'কবি দাদ আলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়', আটিগ্রাম নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও জাষ্টিস আবু জাফর সিদ্দিকী টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, আটিগ্রাম বিশ্বাসবাড়ী এতিমখানা, মিরপুর গার্লস কলেজ, ঝাউদিয়া ডিগ্রী কলেজ, কুষ্টিয়া, নিমতলা মাধ্যমিক গার্লস স্কুল, মিরপুর, নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার আলো অবহেলিত মানুষের দৌরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার কাজে অসামান্য অবদান রেখেছেন। বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর মরহুম পিতার নামে ''ডাঃ কাওসার উদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন'' গঠন করে এলাকার মানুষের পাশে সেবার হাত সম্প্রসারিত করেছেন। তিনি ঢাকাস্থ-''Motherless Child Foundation'' এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে মানবিক সেবায় নিয়োজিত আছেন। এছাড়া তিনি ঢাকাস্থ মিরপুর উপজেলা সমিতির প্রধান উপদেষ্টা ও কুষ্টিয়া জেলা সমিতির উপদেষ্টা হিসাবে ঢাকায় অবস্থানরত কুষ্টিয়া বাসীর কল্যানে অবদান রাখছেন।

আইনজীবী হিসাবে তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে হত্যা মামলায় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সরকারী কৌঁশুলী হিসাবে বিনা পারিশ্রমিকে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনেক মামলায় তিনি কৌশুলী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৭ সালে ১/১১ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সহ জাতীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা ও হয়রানী মূলক সকল মামলায় বিনা পারিশ্রমিকে আইনজীবী হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসীকতার সাথে আইনী লড়াইয়ে প্রথম কাতারের কৌঁশুলী হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্যে দেশ বাসীর কাছে তিনি প্রসংশিত হন। ঐ সময় তিনি ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, সুইজারল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত আইনজীবী ও মানবাধিকার নেতৃবৃন্দের সান্নিদ্ধ লাভ করেন। বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী ২০১০ সালের ১৮ই এপ্রিল বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। বিচারিক জীবনে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের দায়েরকৃত রিট মামলায় মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের চাকুরীর বয়স সীমা বর্ধিত করণ, মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের সরকারী চাকুরীতে কোটা নির্ধারন, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা দ্বিগুন করা সহ সরকারী সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং যথাযথ ভাবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেয়ার রায় প্রদান করেন যা বর্তমান সরকার কার্যকর করেছে। বিচারপতি সিদ্দিকী ২০০৯ সালের বাংলাদেশ রাইফেলসের সদর দপ্তর পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহে ৫৭ জন মেধাবী সামরিক কর্মকর্তা সহ ৭৪ জন নিরস্ত্র ব্যক্তি হত্যা মামলায় ৩৩টি ভলিয়মে ১৬,৫৫২ পাতায় লেখা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যুগান্তকারী রায় মাতৃভাষায় প্রদান করে প্রসংশিত হয়েছেন। বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকীর বাংলা ভাষায় লেখা রায়টি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়, বাংলা একাডেমি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আর্কাইভে সংরক্ষন, প্রদর্শণ ও গবেষণার জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতির আদেশে সুপ্রীম কোর্ট থেকে সংগ্রহ করেছেন।

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, জাতির পিতা ও বাংলাদেশ, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, সমকালীন রাজনীতি, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষনা ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষনে বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকীর লেখা অসংখ্য প্রবন্ধ বিভিন্ন সাপ্তাহিক জার্নাল, দৈনিক অনলাইন ও জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৮ ডিসেম্বর ২০২২ ইং তারিখে সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মাননীয় বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকীকে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারক হিসাবে নিয়োগ দেন এবং একই তারিখে শপথ গ্রহণ করেন।

তিনি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে দক্ষিন কোরিয়ার সিউলে অনুষ্ঠিত Judicial Development Programme-2010 বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করেন। এছাড়া তিনি ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, চীন, নিউজিল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভূটান, মিয়ানমার, দুবাই, আবুধাবী, কাতার, তুরস্ক, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। তিনি স্বস্ত্রীক ২০১৫ সালে পবিত্র হজ্জ পালন করেন।

————0————